দেশে করোনায় আরও ৩৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩৫০৪

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৬৯৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৫০৪ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৭৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ১৮৫ জন এবং মোট সুস্থ ৫৪ হাজার ৩১৮ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৫৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৫ হাজার ১৫৭টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৫০৪ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৩৩ হাজার ৯৭৮ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ১২ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩২ জন ও নারী ২ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৬৯৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ১৮৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৪ হাজার ৩১৮ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৫৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৩ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৩ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, সিলেটে ৪ জন, রাজশাহীতে ৪ জন, খুলনায় একজন এবং রংপুরে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ৪ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

যুগান্তর রিপোর্ট

পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা

করোনা পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষার নেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। আমি আগেও বলেছি যখনই অনুকূল পরিস্থিতি হবে তার ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিতে পারব। এ ১৫ দিন শিক্ষার্থীদের নোটিশ দিতে হবে। তাদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে সময় দিতে হবে।’

শনিবার এডুকেশন রিপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইরাব) আয়োজিত ‘করোনায় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে এনে কম সময়ে তা শেষ করার ভাবনা সরকারের রয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের এইচএসসির সিলেবাস কমানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই, কারণ তারা (শিক্ষার্থী) তাদের তো তাদের সিলেবাস সম্পন্ন করেছে। এখন হতে পারে, যে হ্যাঁ, পাবলিক পরীক্ষা (এইচএসসি) নেওয়া হবে, আবার এত লক্ষ লক্ষ পরিবার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, এত প্রশাসনের মানুষ, এত শিক্ষক- সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব? আমরা সেটিকে, আমরা কম সময়ে করতে পারি কি না, কম সংখ্যক পরীক্ষা নিতে

পারি কি না- আমরা সবকিছুই কিন্তু ভাবছি।”

গত ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে তা স্থগিত করা হয়। এরপর থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বন্ধ।

যুগান্তর রিপোর্ট

মেহেরপুরে ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী রাজুর করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আজ একজন করোনা পজিটিভ হয়েছে। মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ তে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, আজ শুক্রবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ১৫ টি প্রাপ্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ১ টি পজিটিভ এসেছে।

জানা গেছে, নতুন করে আজ একজন করোনা পজেটিভ হয়েছে তিনি মেহেরপুর হোটেল বাজারের লর্ড মার্কেট এর ব্যবসায়ী রাজু ইলেকট্রিক এর প্রোপাইটর রাজু আহমেদ।

এর আগে তার নমুনা সংগ্রহ করে পরিক্ষার জন্য কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাব পাঠানো হয়। আজ তার রিপোর্ট এসেছে এতে তার করোনা পজিটিভ বলে জানা যায়। এর আগে নমুনা সংগ্রহের পর পরেই তার দোকান ও বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৮৭৬ টি এর মধ্যে ফলাফল এসেছে ১৬২৭টি যার মধ্যে ৬১ টি পজিটিভ বাকি ১৫৬৬ টি নমুনা নেগেটিভ বলে জানান সিভিল সার্জন।

আক্রান্ত ৬১ জনের মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৩১ জন, গাংনী ২৪ জন ও মুজিবনগরে ৬ জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২৩ জন, বাইরে পাঠানো হয়েছে ৪ জন কে এবং ২৯ জন

বর্তমান চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতে পানি বন্ধ নিয়ে সুর পাল্টাল ভুটান

আসামের কৃষকদের সেচের পানি আটকানো নিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তিহীন বলছে ভুটান। দেশটির পররাষ্ট্রম ন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এমন সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এটি ভুল বোঝাবুঝি। খবর-এনডিটিভি।

শুক্রবার ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতে বলা হয়েছে, ২৪ জুন ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে আসামের কৃষকদের সেচের পানি আমরা আটকেছি। এতে সমস্যায় পড়েছেন বাকসা ও উদালগুড়ির কৃষকরা। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ অভিযোগ। তাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করতে চায় এই ধরনের সংবাদ ভিত্তিহীন। ভুটানের পানি বন্ধ করার মতো কোনো কারণ নেই।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুটান ও আসামের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানে ফাটল ধরানোর চেষ্টায় এই উদ্যোগ বলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এই বিবৃতির একদিন আগে (বৃহস্পতিবার রাত) আসামের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণা টুইট করে বলেন, এই প্রতিবেদন সঠিক নয়। প্রাকৃতিক কারণে পানি বন্ধ হয়েছে।

ভুটানের প্রকাশ করা ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কয়েক দশক ধরে বাকসা ও উদালগুরি আমাদের পানি পেয়ে সমৃদ্ধ। আগামী দিনেও সেই পানি পাবে। এমনকী, এই করোনা সঙ্কটের মুহূর্তেও সেই পানি পেয়েছে।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়, হঠাৎ করেই ভারতে পানি প্রবাহ আটকে দিয়েছে ভুটান। এতে আসামের সীমান্তবর্তী এলকার ২৫টি গ্রামের হাজার হাজার চাষী পানি সংকটে পড়েছেন। অঞ্চলটিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

করোনা মহামারীর কারণে ভুটান তাদের সীমান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় কোনো নাগরিককে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। দেশটি বলছে, ভারতীয় চাষীদের ভুটানের উদ্ভূত সেচ চ্যানেল ব্যবহার করতে দেয়া হবে না।

করোনা কেড়ে নিল আরও ৪০ প্রাণ, আক্রান্ত ৩৮৬৮

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৬৬১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৮৬৮ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৩০ হাজার ৪৭৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬৩৮ জন এবং মোট সুস্থ ৫৩ হাজার ১৩৩ জন।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৮ হাজার ২৭৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৮ হাজার ৪৯৮টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৮৬৮ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৩০ হাজার ৪৭৪ জন। শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৯১ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩১ জন ও নারী ৯ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৬৬১ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৮৬৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৩ হাজার ১৩৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৭২ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ৩০-৪০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৪ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ মারা এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৪ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, সিলেটে ৩ জন, খুলনায় ৪ জন, বরিশালে ৪ জন এবং রংপুরে ৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩১ জন ও বাড়িতে ৯ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

যুগান্তর রিপোর্ট

কুষ্টিয়ায় নমুনা না দিয়েই করোনা পজিটিভ

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নমুনা না দিয়েই করোনা পজেটিভ শনাক্ত হন শহরের এক বাসিন্দা। বুধবার রাতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করতে যান।

এসময় ওই বাসিন্দা হত-চকিত হয়ে বলেন, আমি তো করোনা পরীক্ষার কোন নমুনাই দেইনি কিংবা স্বাস্থ্য বিভাগের কেউ আমার বাড়িতে এসে নমুনাও সংগ্রহ করেনি।

তিনি আরো বলেন, আমাকে তাহলে করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হলো কেন? এনিয়ে শহরময় হাস্যরস ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শহরের পূর্ব মজমপুর এলাকার বাসিন্দা গোলাম রসুল (৬২) কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত এমএলএসএস।

তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তিনি কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানোর জন্য রক্তের নমুনা দেন। এছাড়া তিনি হাসপাতালের ফ্লু কর্নারে করোনা পরীক্ষার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। এরপর তার নাম, ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর লিখে চিকিৎসক তাকে পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র নেন।

তবে হাসপাতালে করোনার নমুনা দেওয়ার কথা থাকলেও পরে তিনি আর নমুনা দেননি। কিন্তু গোলাম রসুল নমুনা না দিলেও বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যরা তার বাড়ি লকডাউন করতে এনেস জানায় যে, বুধবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবরটোরিতে নমুনা পরীক্ষার প্রাপ্ত তালিকায় গোলাম রসুলের নাম রয়েছে। গোলাম রসুল জানান, করোনার কোন উপসর্গ তার ছিল না। যেহেতু চলাফেরায় তিনি অনেক মানুষের সংস্পর্শে গেছেন তাই তিনি ফ্লু কর্নারে পরামর্শ নিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক নুরুন্নাহার বেগম জানান, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। খতিয়ে দেখে এ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৩ প্রাণ, শনাক্ত ৩৪১২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫৪৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪১২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৯৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন এবং মোট সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৫৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার ২৯২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪১২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৮৯ জন। শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫৪৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৮ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১৫ জন, রাজশাহীতে ৬ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ও সিলেটে একজন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৮ প্রাণ, আক্রান্ত ৩৪৮০

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫০২ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪৮০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৫ হাজার হাজার ৭৮৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৮ জন এবং মোট সুস্থ ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৬ হাজার ২৮৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৫৫৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪৮০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৫ হাজার হাজার ৭৮৬ জন। শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫০২ জন।
মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৩৮ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ২০-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৫

জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, রাজশাহীতে ২ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ৪ জন, সিলেটে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৫ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জে প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের দাবিতে বিদ্যুৎ টাওয়ারে যুবক

এ যেন সিনেমার দৃশ্য। প্রেমিকার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের উঁচু টাওয়ারে উঠে পড়লেন প্রেমিক।

তারপর থেকে উচ্চস্বরে বলতে থাককেন প্রেমিকার সঙ্গে তার বিয়ে না হলে আত্মহত্যা করবেন। এক কান দু’কান করে মধ্যরাতে জড়ো হতে থাকে এলাকাবসী।

খবর যায় ও পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের কানেও। অবশেষে টানটান উত্তেজনার মধ্যদিয়ে তার প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে নানা কৌশলে আদমজী বিহারী ক্যাম্পের বিপ্লব নামের ওই প্রেমিককে আড়াইঘন্টা পর নামানো হয় ওই টাওযার থেকে।

প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় বাবা-মায়ের সাথে অভিমান করে আত্মহত্যা করতে বিদ্যুতের উঁচু টাওয়ারের ৬৫ থেকে ৭০ ফুট উপরে উঠে ওই প্রেমিক।

পরে প্রেমিকার সাথে বিয়ে দেয়ার শর্তে প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর বিপ্লব নামে ওই যুবককে অক্ষত নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ।

এসময় উপস্থিত জনতার চোখে-মুখে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৬নং ওয়ার্ডের সুমিলপাড়া এলাকায় শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে।

আদমজী ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র ষ্টেশন অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, ওই যুবক বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ৬৫-৭০ ফুট উপরে উঠে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা বিভিন্ন উপায়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তাকে নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হই।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন টাওয়ারে দড়ি বেধে ফাঁসি দেয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখে এই যুবক।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা, পুলিশ ও পরিবারের সদস্যদের অনেক অনুরোধেও বিপ্লবকে নিচে নামতে রাজি করানো যাচ্ছিলো না। বিভিন্ন শর্তে প্রায় এক ঘণ্টা পর বিহারী ক্যাম্পের মেম্বার ভোলা ওরফে ভোলা মেম্বারের কথায় কিছুটা নিচে নেমে এলে আশেপাশের লোকজনের চিৎকারে এবং তাকে নিচে নামিয়ে আনতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের এগিয়ে যেতে দেখে পুনরায় তিনি ওপরে উঠতে থাকেন।

এরপর তার ভাইয়ের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিসের হ্যান্ড মাইকে কথা বলতে পুনরায় কিছুটা নিচে নেমে এলে টাওয়ারের অপর প্রান্ত দিয়ে স্থানীয় দু’জনওপরে উঠে তাকে ধরে ফেলে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তোা উপরে উঠে তাকে অক্ষত অবস্থায় নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন।

বিপ্লবের বাবা জানান, তার ছেলে মাদকাসক্ত। প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য ঘরে হুমকি-ধমকিসহ নানা অঘটন ঘটায়। বেশ কয়েকদিন ধরে একই ক্যাম্পের এক তরুণীকে বিয়ে করতে পরিবারের অনুমতি চায় বিপ্লব। কিন্তু পরিবার এতে সম্মতি না দেয়ায় সে এই ঘটনা ঘটায়।

ঘটনাস্থল যাওয়া সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফরিদ জানান, খবর পেয়ে আমরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ ফুট উপরে উঠে যুবকটি অবস্থান নিয়েছে। পরে অনেক কৌশলে তাকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় দেশের ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে: ওয়ার্ল্ড ভিশন

করোনার প্রভাবে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে শিশু, বিশেষত যারা শহর বা গ্রামের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাস করছে, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর ৯০ দিনে ‘লকডাউনে’ কার্যত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ায় দেশের প্রায় ৯৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার মধ্যে দৈনিক রোজগার বা ব্যবসা বন্ধ থাকায় ৭৮.৩ শতাংশ পরিবারের উপার্জন কমেছে।

শনিবার প্রকাশিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোভিড-১৯ র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু। যার মধ্যে ৪৬ শতাংশ দ্রারিদ্র এবং এর এক-চতুর্থাংশ অতিদারিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠছে।

সংস্থাটির অন্তর্বর্তীকালীন ন্যাশনাল ডিরেক্টর চন্দন গোমেজ বলেন, আমরা শংকিত। বিশেষত ৫ বছরের কম বয়সী সেই সব শিশুদের নিয়ে যারা চলমান পরিস্থিতিতে পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগছে। ফলে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত হলে সবচেয়ে ঝুঁকিতে পড়বে শিশুরা। বেড়ে যতে পারে শিশু মৃত্যুর হার।

তিনি বলেন, দেশের ২৬টি জেলার ৫৭টি উপজেলার আমাদের কর্ম এলাকাগুলোতে আমরা দেখেছি খাদ্য সংকটে শিশুরা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে পাচ্ছে না। এতে করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হলে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়বে।

চন্দন গোমেজ আরও বলেন, আমি শংকিত সেই ৮৭ শতাংশ শিশুদের নিয়ে যারা বাড়িতে থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করছে এবং ৯১.৫ শতাংশ শিশু যারা কোভিড-১৯ নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের শিশু এবং তাদের পার্শ্ববর্তী জনবসতিসহ বাংলাদেশের সব শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যা প্রভাবিত করছে তা সমাধানে আমাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে, জরিপ এলাকার ৯৪.৭ শতাংশ পরিবারে খুব সামান্য অথবা কোনো খাবার সঞ্চিত নেই যেখানে ৩৮.৫ শতাংশ শিশু এবং ৫৮.৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দিনে সর্বোচ্চ দুইবেলা খেতে পারছেন। এছাড়া ৫৮ শতাংশ পরিবার খুব কম খাবার খেয়ে দিন পার করছে। প্রায় ৩৪ শতাংশ পরিবার রান্না, ধোয়া- মোছা ও পান করার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। অন্যদিকে ৫০ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ এবং পরিষ্কার পানির অপর্যাপ্ততার কারণে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারছে না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৫২টি উপজেলার ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী ১ হাজার ৬১৬ জন শিশু এবং ২ হাজার ৬৭১ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর পরিচালিত জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে র্যাপিড ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে । সূত্র-যুগান্তর